মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রি কলেজ ফুটবলে দ্বাদশ শ্রেণী চ্যাম্পিয়ন

“সুস্থ দেহ সুস্থ মন” এই প্রতিপাদ্য কে ধারণ করে অনুষ্ঠিত হলো ফুটবল টুর্নামেন্ট।
মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রি কলেজ এর আন্ত শ্রেণী ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯ এর চুড়ান্ত খেলা গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ১০:৩০ ঘটিকার সময় দারিয়াপুর হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় একদিকে দ্বাদশশ্রেণী অপর দিকে একাদ্বশ শ্রেণী অংশ নেয়। নির্ধারিত সময়ে থেলা ড্র থাকায় টাইব্রেকারের মাধ্যমে ২-০ গোলে দ্বদশশ্রেণী বিজয়ী হয়।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন অত্র কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আশরাফুল হক।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিবনগরে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে উপজেলায় সোনাপুরে হিমেল নামের শিশুকে নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে একই গ্রামের আনারুলের স্ত্রীর বিরুদ্ধে।

গত বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আসাদুল ইসলামের ছেলে হিমেল (৮) নামের শিশুকে নির্যাতন করেছে একই গ্রামের আনারুল ইসলামের স্ত্রী রিক্তা।
হিমেলের মা রিজিয়া খাতুন মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে লিখিত অভিযোগের মাধ্যমে জানান, মহল্লাই ঝগড়া হচ্ছিল রাস্তা দিয়ে হিমেল

হেটে যাচ্ছিল রাস্তায় দাড়িয়ে থাকা রিক্তার গায়ে ধাক্কা লাগে। এতে রিক্তা রাগান্নিত হয়ে হিমেলকে ধরে পেটাতে থাকেন।

এ সময় হিমেলের মা রিজিয়া খাতুন সহ অনেকেই হিমেলকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসলে রিক্তা বাধা দেন এবং হিমেলের মাকেও মারধর করে। রিক্তা শিশু হিমেলকে চড় থাপ্পড় কিল ঘুষি দিতে দিতে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

তাকে আমি উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করি। দুদিন ভর্তি থাকার পরে গতকাল শনিবার বিকালে তাকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়।

- মুজিবনগর অফিস

মুজিবনগরে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় সোনাপুরে হিমেল নামের শিশুকে নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে একই গ্রামের আনারুলের স্ত্রীর বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আসাদুল ইসলামের ছেলে হিমেল (৮) নামের শিশুকে নির্যাতন করেছে একই গ্রামের আনারুল ইসলামের স্ত্রী রিক্তা।

হিমেলের মা রিজিয়া খাতুন মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে লিখিত অভিযোগের মাধ্যমে জানান জানান, মহল্লাই ঝগড়া হচ্ছিল রাস্তা দিয়ে হিমেল হেটে যাচ্ছিল রাস্তায় দাড়িয়া থাকা রিক্তার গায়ে ধাক্কা লাগে। এতে রিক্তা রাগান্নিত হয়ে হিমেলকে ধরে পেটাতে থাকেন।

এ সময় হিমেলের মা রিজিয়া খাতুন সহ অনেকেই হিমেলকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসলে রিক্তা বাধা দেন এবং হিমেলের মাকেও মারধর করে। রিক্তা শিশু হিমেলকে চড় থাপ্পড় কিল ঘুষি দিতে দিতে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে

যেতে থাকেন।

তাকে আমি উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করি। দুদিন চিকিৎসা থাকার পরে শনিবার বিকালে তাকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়।

- মুজিবনগর অফিস

প্রেমের টানে ঘর ছাড়া স্বামী – পরিবার নিয়ে অসহায় স্ত্রী

প্রেমের টানে পর স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে আবুল কাসেম নামের ৪৫বছরের এক ব্যাক্তি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এমন কাজ করায় এলাকার মানুষের মাঝে মুখোরোচক গল্পের জন্ম দিয়েছে। মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এদিকে স্বামী হারিয়ে পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে অসহায় স্ত্রী।

এ প্রসঙ্গে অসহায় স্ত্রী বলেন, আমাদের দীর্ঘ সংসার জীবনে দুইটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। ইতিমধ্যে আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে এবং ছোট মেয়ে পড়াশুনা করছে।

আমার স্বামী আবুল কাসেম ২০০৮সালে জীবিকার তাগিদে মালায়েশিয়া পাড়ি জমায়। সেখানে থাকা অবস্থায় আনন্দবাস গ্রামের জামাল রাজ মিস্ত্রির স্ত্রী ফাতেমা অরফে ফতে’র সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এনিয়ে বেশ কয়েকবার আমাদের মধ্যে ঝামেলাও হয়। পরকীয়ার কারনে কোর্টে মামলা করলে আবুল কাসেম ২দিনের জেলও খাটে। পরে মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বের হয়ে আসে। জেল থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় সে আবার সম্পর্ক চালাতে থাকে।

এই সম্পর্কের ইন্ধন দেয় আমার বড় ভাসুর জান মোহাম্মদ ও তার স্ত্রী পারভিন খাতুন। কারণ আমার ছেলে না থাকায় আমাদের সম্পত্তি

হাতিয়ে নেওয়ার পায়তারা করছে তারা দুজন।

এর মধ্যে গত ৩০ অক্টোবর আবুল কাসেম ও ফতে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। অনেক খোঁজা খুজি করেও কোন লাভ হয়নি। আমরা এ বিষয়ে খোঁজা খুজি করলে জান মোহাম্মদ ও তার স্ত্রী পারভিন খাতুন আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেয়।

এমন অবস্থায় সংসার নিয়ে মানবের জীবন যাপন করছি। যদি এর যদি সে ফিরে না আসে তবে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করবো।

নিজস্ব প্রতিনিধি

চকলেট বিক্রেতা থেকে সফল ব্যবসায়ী মহিদুল

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া গ্রামের ফজলুল মল্লিকের ছেলে মহিদুল ইসলাম (৩০)। হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান তিনি। দুই ভায়ের মধ্যে মহিদুল ছোট।

ছেলেবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল একজন বড় ব্যবসায়ী হওয়ার। কঠোর পরিশ্রম আর সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তার স্বপ্ন সফল হয়েছে। সামান্য চকলেট বিক্রেতা থেকে তিনি আজ একজন সফল ব্যবসায়ী।

২০০১ সালে বন্যার পর, তখন তার বয়স ছিল আনুমানিক ১০ বছর। তখন থেকেই তিনি মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ভিতর দর্শনার্থীদের কাছে ঝাঁপিতে করে চকলেট বিক্রি করতেন।

এই সূত্রে তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে থাকেন ব্যবসার কলা-কৌশল। তখন থেকেই বড় ব্যবসায়ী হওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকেন।

ব্যবসার জন্য কিছু টাকা জোগাড় করতে তিন বছর পর শুরু করেন ঝাল-মুড়ির ব্যবসা। ঝালমুড়ি বিক্রি করতে করতে আরও দুই বছর পার হয়ে যায়।

পরবর্তীতে চকলেট বিক্রি ও ঝাল-মুড়ির ব্যবসা করে যে টাকা সঞ্চয় করেন, তা দিয়ে ২০০৫ সালের দিকে মুজিবনগরে একটা ছোট চায়ের দোকান দেন। সেখান থেকে শুরু হয় তার স্বপ্ন পূরণের পথে যাত্রা।

২০০৭ সালের দিকে মুজিবনগর উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের (আরএসএস) আওতায় সুদমুক্ত একটি ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্সে ঢুকতে মেইন গেটের সামনে একটি দোকান নিয়ে ফাস্টফুডের মালামাল তুলে ব্যবসাটাকে বড় করেন।

আর এই ব্যবসার মাধ্যেমে তার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। আস্তে আস্তে তিনি ব্যবসায় ভালো লাভবান হতে থাকেন। তার এই ব্যবসার মাধ্যেমে বর্তমান তিনি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন।

সেই সঙ্গে হয়ে উঠেছেন একজন সফল ব্যবসায়ী। বর্তমানে তিনি ফাস্টফুড, কসমেটিকসসহ সাতটি দোকানের মালিক। আর তার এই সকল দোকান থেকে আরও কয়েকজন যুবকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

এ বিষয়ে মহিদুল ইসলাম বলেন, আমি একজন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পরিবারের অভাব ঘোচাতে আমি ছোট থেকে কিছু করার চেষ্টা করতাম। কখনো চকলেট বিক্রি, কখনো বাদাম বিক্রি করতাম।

এসব বিক্রি করতে করতে আমার ইচ্ছা জাগে আমি একজন বড় ব্যবসায়ী হব। সেই থেকে কখনো আমি পিছুপা হইনি। অনেক কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রম করে আজ আমি এই জায়গায় উঠে আসতে পেরেছি।

আর আমার এই সফলতা হবার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সমাজসেবা অফিস।
স্থানীয় চাঁদ আলী জানান, মহিদুল ভাই অনেক ছোট থেকে চকলেট বিক্রিসহ নানান ধরনের ব্যবসা করতেন।

আমরা দেখতাম তার ব্যাবসা করার প্রতি অনেক চেষ্টা। তার এই প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি আজ সফল ব্যবসায়ী হিসাবে পরিণত হয়েছেন। তার এই সফলতা দেখে আমাদের খুবই ভালো লাগে।

এ ব্যাপারে মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব জানান, আমাদের এখান থেকে উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের পল্লী সেবা কার্যক্রম (আরএসএস) এর আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে।

আমি যখন জানতে পারি, মহিদুল ইসলাম তার ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে একটি বড় ব্যবসা করার উদ্যোগ নিয়েছে, অথচ টাকার জন্য সেটা সফল করতে

পারছে না।

তারপর গ্রাম ও পরিবার জরিপের মাধ্যেমে তার আর্থিক অবস্থা বিচার করে তাকে এই ঋণ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এবং তার হাতে পল্লী সামাজিক কার্যক্রমের অর্থ স্টিম তুলে দেওয়া হয়। আর সেই ঋণের টাকাসহ তার কিছু গচ্ছিত টাকা দিয়ে সে নতুন করে একটি দোকান দেয়।

সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব বলেন, মহিদুলের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে সে বর্তমানে একজন সফল ব্যবসায়ী। আমি তার এই সফলতাকে সাধুবাদ জানায়। আমাদের ঋণ গ্রহীতাদের জন্য তার এই সাফল্য অনুকরণীয় হবে বলে আমি আশা করি।

- শাকিল রেজা, মুজিবনগর

আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে মেহেরপুরের স্থলবন্দর

অবশেষে অলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে স্থলবন্দর আন্দোলন। মেহেরপুর জেলায় একটি স্থলবন্দরের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে মেহেরপুরবাসী।
আর এই আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন মেহেরপুরের সন্তান কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সদস্য এম এ এস ইমন।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কতৃপক্ষ গত ৩ নভেম্বর একটি প্রস্তাবিত তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রস্তাবিত তালিকায় নতুন করে ২টি স্থানে স্থলবন্দর তৈরি করার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকায় স্থান পেয়েছে মেহেরপুরের মুজিবনগর ও কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর। এ দিকে নতুন করে স্থলবন্দর প্রস্তাবিত তালিকায় আসায় মেহেরপুরবাসীর নতুন করে স্বপ্ন দেখছে।

জানা গেছে, ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম এই স্থলবন্দরের দাবিতে আন্দোলন

শুরু হয়। পরবর্তিতে ২০১৪ সালে গঠন করা হয় মেহেরপুর স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরাম। এই ফোরামের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এম এ এস ইমন। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সমন্বয় করে স্থলবন্দর বাস্তবায়নের কাজকে ত্বরাণিত করে চলেছেন।

এ প্রসঙ্গে এম এ এস ইমন বলেন, মেহেরপুর বাংলাদেশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক জেলা। এই জেলার মুজিবনগর হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুতিকাগার। অথচ এই জেলায় তেমন কোন শিল্পকারখানা বা বেকার সমস্যা সমাধানের কোন সুব্যাবস্থা নেই। মেহেরপুরের মুজিবনগর প্রতিবেশি দেশ ভারতের কাছাকাছি অবস্থিত। তাই ভারতের সাথে বানিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করা আমাদের জন্য সহজ। এখানে যদি একটি স্থলবন্দর স্থাপন করা হয় তবে সেখানে অনেক বেকার যুবক-যুবতির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই সাথে মেহেরপুরের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভুমিকা রাখবে।

তিনি আরো বলেন, এই বিষয়টি মাথায় নিয়ে আমরা প্রথমে কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে স্থলবন্দরের দাবিতে আন্দোলন শুরু করি। পরবর্তিতে ২০১৪ সালে একটি ফোরাম গঠন করি। যার নাম দেওয়া হয় মেহেরপুর স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফেরাম। এই ফোরামের নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। আজ আমার খুব ভালো লাগছে যে অবশেষে আমাদের পরিশ্রম, আমাদের সপ্নের স্থলবন্দর বাস্তবে রুপ নিতে যাচ্ছে। এটি মেহেরপুরবাসীর জন্য খুবই সুসংবাদ। আমরা আশা করবো এই প্রস্তাবিত স্থলবন্দর যেন দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়।

জানা গেছে, স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের নেতৃত্বে ঢাকা প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন, মেহেরপুর জেলায় অনশন ধর্মঘট, বিভিন্ন মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশ করা হয়। এ সকল কর্মসূচিতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। মেহেরপুর স্থলবন্দর আন্দোলনের অন্যতম সদস্য বেলাল হোসেন। স্থলবন্দর প্রস্তাবিত হওয়ার খবরে তিনি বলেন, ইমনের নেতৃত্বে মেহেরপুরবাসীকে সাথে নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি। অবশেষে সেই আন্দোলনের স্বার্থকতা পেতে যাচ্ছি।

আন্দেলন কারীদের মধ্যে ফরিদ উদ্দিন, সাজ্জাদ হোসেন বলেন, স্থলবন্দর আমাদের কাছে সপ্নের মত। এটা বাস্তবে রুপ নিতে যাচ্ছে এর চাইতে আনন্দের খবর আর কি হতে পারে?
জাগো মেহেরপুর’র মুখপাত্র শোয়েব রহমান জানান, অবশেষে

মেহেরপুরবাসী অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। আমাদের সপ্ন পূরণের পথে।
স্থলবন্দর বাস্তবে রুপ নিতে যাচ্ছে এমন খবরে এলাকাবাসীর মধ্যে বইছে আনন্দের বাতাস। বেকার সমস্যা সমাধান সেই সাথে মেহেরপুরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যকরি সম্ভনা তৈরি হতে যাচ্ছে। সেই সাথে তৈরি হবে ব্যবসার নতুন দিগন্ত।

মেহেরপুর কোর্ট রোডের বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আব্দুস সালাম বলেন, মেহেরপুরে স্থলবন্দর অত্যন্ত জরুরী। এখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করবে। এছাড়াও আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেক ভালো হবে। বিভিন্ন পন্য আমদানি রপ্তানী করে আমরা লাভবান হতে পারবো।

আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান বলেন, স্থলবন্দর আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, এটা প্রস্তাবিত হয়েছে শুনে খুব ভালো লাগছে। এলাকার উন্নয়নের জন্য স্থলবন্দর প্রয়োজন। এছাড়াও সাধারণ মানুষ সেখানে বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। চিকিৎসা নিতে যদি ভারতে যেতে হয় তবে খুব সহজেই পাড়ি দিতে পারবে।

জেলা মটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান বলেন, স্থলবন্দর তৈরি হলে খুব ভালো হবে। আমাদের শ্রমিকদের কাজের অভাবে বসে থাকতে হবে না। তাছাড়া মটর গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রপাতী আমরা খুব সহজেই কম দামে কিনতে পারবো। বিভিন্ন ভারতীয় গাড়ি কম খরচে আনতে পারবো।
-মর্তুজা ফারুক রুপক

ওয়াসিমকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেলো শিউলি

দিনভর অনশন শেষে রাতে বিয়ে হলো ওয়াসিম-শিউলির। গতকাল রবিবার রাত ৮টার দিকে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এ বিয়েল কার্যক্রম শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম বিয়ষটি নিশ্চিত করে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, রবিবার ভোর রাত থেকে দীর্ঘদিনে প্রেমিক ওয়াসিমের বাড়িতে বিয়ের দাবিতে অনড় ছিল শিউলি। অবশেষে দুই পরিবারের মধ্যে আপোস মিমাংসার মাধ্যমে ১ লাখ টাকা দেনমহরে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয়রা জানান, ওয়াসিম ও শিউলি খাতুন একে অপরের প্রতিবেশি। রবিবার ভোর রাত থেকে আনন্দবাস বিশ্বিস পাড়ার আবুল হোসেনের ছেলে ওয়াসিমের বাড়ির সামনে বসে বিয়ের দাবি নিয়ে অনশন করছিল একই গ্রামের ইনু বিশ্বাসের মেয়ে শিউলি খাতুন। প্রথম দিকে শিউলি ওয়াসিম গা ঢাকা দিলেও পরে বিয়েল জন্য রাজি হয়।

এ বিষয়ে শিউলি খাতুন জানান, দির্ঘ ৭ বছর যাবত ওয়াসিম ও আমি একে অপরকে ভালোবেসে আসছি। আমি ওয়াসিমকে বার বার বিয়ের কথা বললে ওয়াসিম বিভিন্ তালবাহানা করে সময় দাবি করে। এভাবে অপেক্ষা করতে করতে চলে যায় ৭ টি বছর। পরে যখন আমি বুঝতে পারি সে আমাকে বিয়ে না করে অন্য যায়গায় মেয়ে দেখছে তখন আমি তার ডাকে আজ ভোর রাতে তার বাসাতে যায়। তার বাসাতে যাওয়ার পর তার পরিবারের লোকজনের কথা শুনে আমাকে বিয়ে করতে নারাজ হয়। পরে আমার মোবইল নিয়ে আমাদের ৭ বছর চলাকালীন রিলেশনের যত ছবি, কথার রেকোর্ড ছিলো সেগুলো সব ডিলিট করে দেয়। এবং আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বলে এখন বাসায় যা পরে ভেবেচিন্তে দেখবো কি করা যায়।

আমার এই মুখ নিয়ে আমি আর বাসায় যেতে না পেরে তার বাড়ির সামনে বসে অনশন করতে থাকি। আমি যখন তার বাড়িতে চলে এসেছি, তাকে বিয়ে না করা পর্যন্ত বাড়ি ফিরবো না।

এদিকে মেয়ের কথার ভিন্ন মত পোষন করে ছেলের মা জানান,আমার ছেলে ঢাকাতে চাকরি করে। সে আজ ৩ দিন আগে বাসায় এসেছে। আমার ছেলে তাকে ডাকেনি। সে নিজেই আজ সকালে বাসায় এসে আমার ছেলেকে বিয়ে করবে বলে দাবি করে। শেষ পর্যন্ত উপায় না পেয়ে মান সম্মানের কথা ভেবে বিয়ে দিতে রাজি হই।

এ ঘটনার বিষয়ে ওয়াসিমের কাছে জানতে চাওয়া হলে সম্পর্কের কথা অস্বিকার করে তিনি বলেন, আমি তার সাথে দির্ঘদিন ধরে কথা বলি এটা সত্য কথা। কিন্তু তার সাথে আমার প্রেমের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া তাকে আমি ফোন করে আমার বাসায় আসতেও বলিনি। সকালে আমি

ঘুমিয়ে ছিলাম, ঘুমন্ত অবস্থায় সকালে সে আমার ঘরে এসে আমাকে ডাকাডাকি শুরু করে। ঘুম থেকে উঠতেই সে আমাকে বলে বিয়ের কথা। কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করতে না চাইলে সে বলে বিয়ে না করলে আমার বাড়ি থেকে সে যাবে না। এসব বিষয়ে ঝামেলা শুরু হলে আমি বাড়ি থেকে চলে আসি। পরে যখন আমার পরিবার বিয়েল সিদ্ধান্ত নেয় তখন বাড়ি ফিরে আসি। তবে এখন শিউলি তার নিজ বাড়িতেই থাকবে পরবর্তিতে তাকে নিয়ে আসা হবে।

রেজাউল হক / শাকিল রেজা, মুজিবনগর

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা- কুষ্টিয়াতে জেল হত্যা দিবস পালিত

বাংলাদেশের ইতিহাসে ৩ নভেম্বর কলঙ্কময় ও কালোরাত এই দিনটি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুসহ সপরিবারে হত্যার পর ৩ নভেম্বর তার ঘনিষ্ঠ চার সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে কারাগারে হত্যা করা হয়।

গতকাল রবিবার বিকালে জেল হত্যা দিবসে জাতীয় চার নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ।

জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, দপ্তর সম্পাদক খোকন, সদস্য শামীম আরা হিরা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মমিন, অ্যাড. খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েল, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, বর্তমান সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, জেলা যুব মহিলা লীগের

সম্পাদিকা অ্যাড. রুত সভা মন্ডল প্রমুখ।

এসময় জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের নেতা মতিযার রহমান মতি, জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি আসিফ, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ সহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
গাংনী প্রতিনিধি জানান, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জেল হত্যা দিবস পালিত হয়েছে।

রবিবার বেলা সাড়ে ৩টার সময় উপজেলা অডিটরিয়াম হলে উপজেলা আওয়ামী লীগে উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।
উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগে সহ-সভাপতি ও বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা শেষে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন উপজেলা জামে মসজিদের ইমাম মওলানা ইলিয়াস হোসেন।

এদিকে একই দিনে সন্ধ্যার সময় দিবসটি উপলক্ষে গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভার আগে একটি র্যালী গাংনী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে শহীদ রেজাউল চত্বরের মুক্ত মঞ্চে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগে সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।
পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে ও উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব।

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগে সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সাহিদুজ্জামান শিপু সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিৎ ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, চার নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রভৃতি কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
গতকাল রবিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ এসব কর্মসূচীর আয়োজন করে।

সকাল সাতটায় দলীয় কার্যালয়ের সমনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ও সহসভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা খুস্তার জামিল, জহুরুল ইসলাম, আলাউদ্দিন হেলা, পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট বেলাল হোসেন, আরেফিন আলম রঞ্জু, আব্দুর রশিদ, আব্দুল কাদের প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, আলমডাঙ্গায় উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের উদ্দ্যোগে ৩ নভেম্বর জেল হত্যা পালন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় ৪ নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুসার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শাহ আলম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কাজী খালেদুর রহমান অরুন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামের উপস্থাপনায়

উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক রেজাউল হক তবা, আওয়ামী লীগ নেতা মহাসিন কামাল, সাবেক কাউন্সিলর দীনেশ কুমার, কাউন্সিলর মামুন অর রশিদ হাসান, ওলিউল্লাহ, আব্দুল মালেক, জাহাঙ্গীর হোসেন, খন্দকার মজিবুল হক, রতন দা, শাফায়েত, যুবলীগ নেতা সৈকত খান, মনিরুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা হাসানুজ্জামান, সজিব হোসেন, উপজেলা মহিলালীগ নেত্রী সাহিদা ইসলাম, জাহানারা।

জীবননগর প্রতিনিধি জানান, জীবননগরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জেল হত্যা দিবস পালিত হয়েছে।
গতকাল রোববার জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সকালে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যলয়ের জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তলন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবু মো: আব্দুল লতিফ অমল, সাধারণ সম্পাদক মুন্সী নাসির উদ্দিন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা শাখাওয়াত হোসেন ফরজ প্রমুখ।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি জানান, কুষ্টিয়া নাগরিক পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত শহরের দিশা টাওয়ারে ৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস শীর্ষক আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন, হুইল চেয়ার, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক জননেতা আতাউর রহমান আতা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাখেন, কুষ্টিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মোস্তাফিজুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরী, সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ হোসেন, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসি সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাড. ব্যারিষ্টার গৌরব চাকী, পৌর কাউন্সিলর ও শহর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মীর রেজাউল ইসলাম বাবু, হাটশ হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা যুব-মহিলা লীগের আহবায়ক এম সম্পা মাহমুদ, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদ আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আতাউর রহমান আতা জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলভরে বলেন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ৩ নভেম্বর তার ঘনিষ্ঠ চার সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে কারাগারে হত্যা করা হয়। খুনিরা এরপরেও থেমে নেই, বার বার বঙ্গকণ্যা প্রধানমন্ত্রী দেশরতœ শেখ হাসিনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। আল্লাহর অশেষ কৃপায় তিনি বেঁচে রয়েছেন। সঠিক ভাবে দেশ পরিচালনা করছেন। তিনি আরো বলেন, আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নত সমৃদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে কুষ্টিয়ার ব্যাপক উন্নয়ন মূলক কাজ করেছেন আমাদের প্রিয় জননেতা মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

কুষ্টিয়া নাগরিক পরিষদের সভাপতি সাইফুদদৌলা তরুনের সভাপতিত্বে, নাগরিক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. সামস তানিম মুক্তির পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন নাগরিক পরিষদের সহকারী সম্পাদক আফরোজা আক্তার ডিউ, সাংগঠনিক সম্পাদক এমজেড ইসলাম, এমজে এইচ জুয়েল, তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক ইমরান খান পলাশ, সহ তথ্য গবেষনা সম্পাদক কেএম মামুনুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ইমরুল হক লিংকন, মনিরুল ইসলাম, অনুষ্ঠান প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক মনিরুল ইসলাম বাবু প্রমুখ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শহর ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. আফিল উদ্দিন সহ গন্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ। পরে অসহায় মানুষের মাঝে সেলাই মেশিন, হুইল চেয়ার সহ শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন এবং দোয়া অনুষ্ঠান শেষে তবারক বিতরণ করা হয়।

প্রতিদিন ডেক্স

অনশনে জয়ী শিউলি – লাখ টাকা দেনমহরে বিয়ে

দিনভর অনশন করে অবশেষে বিয়ে হলো শিউলি-ওয়াসিমের। ১লক্ষ টাকা দেনমহরে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গদের উপস্থিতিতে রাত ৮টার দিকে তাদের বিয়ে হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দীর্ঘদিনের প্রেমিক ওয়াসিমকে বিয়ে করার দাবি নিয়ে রবিবার ভোর থেকে ওয়াসিমের বাড়ির সামনে অনশন করছিল শিউলি।
ওয়াসিম মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে ও শিউলি একই গ্রামের ইনু বিশ্বাসের মেয়ে।

মুজিবনগরে সিগারেট জব্দ

মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর কাঠাল তলা বাজার পরিদর্শন কালীন পুরাতন স্বাস্থ্য সতর্কতা সম্বলিত Marise সিগারেট জব্দ করা হয়েছে। আবুল খায়ের টোবাকো কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি মোঃনজরুল ইসলাম এর নিকট হতে এই পুরাতন সিগারেট শব্দ করা হয়। ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্যব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫এর ধারা ১০ এবং বিধিঃ৯ এর(ঙ) লংঘের অপরাধে এই ব্যাবস্থা নেওয়া হয়।